মুসলিম নারীর ভাষা : শব্দার্থতত্ত্ব ও অধিভাষার জগৎ

মুসলিম নারীকে একটি ভাষাগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের ভাষা ব্যবহারের বিভিন্ন দিক ও সেই প্রসঙ্গে শব্দার্থতত্ত্ব ও অধিভাষার জগৎকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এই সন্দর্ভে। ধর্ম এবং লিঙ্গগত সূচক কীভাবে মুসলিম মেয়েদের ভাষাকে, তাদের অর্থবোধকে নিয়ন্ত্রণ করে তা মুসলিম মেয়েদের কথা থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ মালদা উত্তর ২৪ পরগণা ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলাতে ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্ত এই গবেষণা সন্দর্ভের প্রাথমিক উৎস। আমরা আমাদের গবেষণা নিবন্ধকে একটি ভূমিকা ৬টি অধ্যায় ও একটি উপসংহারে বিভক্ত করেছি আলোচনার সুবিধার্থে।

প্রথম অধ্যায়ে, এই গবেষণা যে শব্দার্থতত্ত্বের উপর নির্ভরশীল তা আলোচনা করা হয়েছে। ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বগত ধারায় শব্দার্থতত্ত্ব সবসময়ই স্ব স্থানে অধিষ্ঠান করে এসছে। সেই ইতিহাসও প্রসঙ্গত উঠে এসেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে, ভাষা ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের দিকে দৃকপাত করা হয়েছে। কোনো একটি মানুষের সামাজিক স্থানাঙ্ক তার ভাষা ব্যবহারকে প্রভাবিত করে থাকে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর চিন্তা চেতনা মনন যেভাবে নির্মাণ হয় তা বিশ্লেষিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে, আমরা দেখাতে চেয়েছি ইসলাম ধর্ম কীভাবে ধর্মীয় বিধানের মধ্যে নারী পুরুষের বৈষম্য তৈরি করে রেখেছে যা তাদেরকে সামাজিক ও ধর্মীয় বৈষম্যকে স্বাভাবিক ভাবতে শেখায় বহুক্ষেত্রে। নারী পুরুষের এই ভিন্ন জগৎ তাদের অধিভাষার জগতকে ভিন্নভাবে নির্মাণ করে।

চতুর্থ অধ্যায়ে, মুসলিম মেয়েদের উপসর্গ ব্যবহারের বিশিষ্টতা তাদের অধিভাষার জগতে প্রভাব ফেলে কি না তা আলোচ্য হয়ে উঠেছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে, মুসলিম মহিলারা যে সমস্ত বাক্য গঠন করে থাকেন সেসবের মধ্যে কোনো বিশেষ সজ্জা আছে কি না তা দেখার চেষ্টা করা হয়েছে ও সেই সঙ্গে বাক্য গঠনে কীভাবে তাদের মনন ও অধিভাষা রেখাপাত করছে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে, মুসলিম মহিলাদের মধ্যে যে সমস্ত গাল-গল্প প্রচলিত আছে সেইসব বিভিন্ন গল্প ও ভাষাবিশ্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

উপসংহারে, মুসলিম মেয়েদের কথা বলার বিশেষ প্রবণতা, তাদের ভাষা ব্যবহার ও তাদের চিন্তা-বিশ্ব সম্পর্কে যে সম্যক ধারণা পাওয়া গেছে তার স্বরূপ উদঘাটনের প্রয়াস করা হয়েছে।